আত্মপরিচয়ের সন্ধ্যায়

লেখকঃ মোনালিসা মুখার্জী

পেশাঃ সংবাদ মাধ্যমে কর্মরতা

যোগাযোগঃ monamukherji@gmail.com

দেশ, ধর্ম, পিতৃপরিচয়, জন্মস্থান, গোত্র, জাতি...... আমাদের পরিচয়ের এই মাপকাঠিগুলো কখনো কখনো সব ছাপিয়ে মানুষের অস্তিত্বের থেকে এত বড় হয়ে দাঁড়ায় যে আমরা সাধারণরা অসহায় হয়ে এই মাপ দণ্ডের সামনে আত্ম সমর্পণ করতে বাধ্য হই।

ঘটনাটা ঘটে গত বছর শীতের ছুটিতে। আমার দাদা বৌদি বিদেশে বসবাস করছেন প্রায় এক দশক হয়ে গেল। ওখানেই ওঁদের দুই সন্তান জন্মায়। তাদের লেখা পড়া, বেড়ে ওঠা ওই দেশেই। দাদা অবশ্য নিয়মিত ভাবে পুরো পরিবার নিয়ে এ দেশে আসেন ছুটি কাটাতে। গত শীতে যেমন এসেছিলেন।

আমাদের দাদার ছেলে শালীন ওরফে sally -র বয়স দশ আর মেয়ে মিনি সাত বছরের। শালীন নিজের টিভি আর কম্পিউটার গেমস নিয়ে ব্যস্ত থাকে আর কৌতূহলী মিনির জগত সারাক্ষণ প্রশ্নে ভরা। সারাক্ষণ এটা কী, ওটা কেন, সেটা কীভাবে হয়... সমস্যা এটাই ওর প্রশ্নের উত্তর দেবার সময় কারোর থাকে না।

গত শীতে আমার হাতে (খানিকটা অভাবিতভাবেই) প্রচুর সময়, অঢেল অবসর। তা ছাড়া মিনি সব সময় আমার অতি আদরের। আর সেইবার আদরে বাঁদর করার অঢেল সময় ও ছিল আমার হাতে। আমার দিন অধিকাংশ সময়টাই কাটত মিনির সাথেই।

“পিসি সব মানুষের দেহের হাড়ের সংখ্যা সমান হয়, কিন্তু মাছের হয় না কেন? কেন কোনো কোনো মাছের হাড় সংখ্যায় বেশি হয় অন্য মাছের থেকে? ”

“ পিসি, ফ্যান চালালে তো হাওয়া হয়, এই হাওয়াগুলো কি ফ্যানের মধ্যেই থাকে? একদিন যদি হাওয়া ফুরিয়ে যায়?”

“ পিসি, সব ওষুধ তো শেষমেশ পেটেই যায়, তাহলে কী করে পা ব্যথা মাথা ধরা সারে? ওষুধরা কী করে বোঝে ওদের কি সারাতে হবে?”

একদিন আমি ওকে atlas দেখলাম। জিগ্যেস করল, “ কে এই পৃথিবীতে পাঁচ মহাদেশ ভাগ করল?”

আমি বললাম, “অনেক বছর আগে কেউ নিশ্চয় করেছিল....”

উত্তরে পালটা প্রশ্ন, “সে কি করে জানল পৃথিবী কতটা বড়? তখন তো এরোপ্লেন ছিল না।” মিনির প্রশ্নবাণে জর্জরিত হতে হতে আমার করুণ অবস্থা দেখার মত হত, আর আমার এই হাল দেখে আর পাঁচ জন হেসে খুন হত। কিন্তু তবু আমি আপ্রাণ চেষ্টা করতাম মিনিকে নিরুৎসাহিত না করার আর নিজের ক্ষুদ্র বুদ্ধি দিয়ে যথা সম্ভব ওর প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করতাম।

সেদিন 26 শে জানুয়ারি, আমরা TV-তে প্রজাতন্ত্র দিবসের কুচকাওয়াজ দেখছিলাম। লক্ষ্য করলাম, মিনি খুব মনোযোগ দিয়ে দেখছে। কিছুক্ষন

বাদে দেখি মিনি খাতা পেন্সিল নিয়ে ভারতের পতাকা আঁকা শুরু করেছে। অবাক লাগল, ভালও লাগল। গিয়ে বসলাম ওর পাশে।

" পিসি আমি কি এতে অন্য কোন রং দিতে পারি? "

" না, " আমি জানলাম, " এই রং ই আমাদের ভারত কে চেনায়। তুমি জান এই রঙের মানে কি? "

মিনি মাথা নেড়ে জানল , ও জানেনা।

আমি বললাম, " সবুজ মানে শস্য শ্যামলা, গাছ গাছালি, ক্ষেত ফসল, আনাজ, সমৃদ্ধি। তাই সবুজ সমৃদ্ধির রং। "

মিনি কি বুঝল জানিনা, গম্ভীর ভাবে আমায় জিজ্ঞেস করল ," আর সাদা? "

" সাদা মানে সত্য, সত্যের পথে চলতে হয়না? "

" আর এই Orange? "

" Orange নয়, Saffron.. গেরুয়া। এটা ত্যাগ আর বলিদানের প্রতীক। "

" আচ্ছা এবার আমার দেশের পতাকা কেমন বল ? "

আমি আশ্চর্য হলাম। " আমার দেশ? মানে? তোমার দেশ তো এটাই মিনি "

এই উত্তর মিনির পছন্দ হল না। বলল, “ বা রে, আমি তো এখানে থাকি না, আমি তো এখানে জন্মাই নি। ”

আমি ওর উত্তরে হতচকিত হয়ে গেলাম। নিরুত্তর। কারণ কোথাও মিনি বোধহয় নির্মম সত্যটাই বলছিল। ভারত তো সত্যি ওর দেশ নয়। ওর ভালো লাগা না লাগা, ওর ধ্যান ধারণা, ওর বন্ধু বান্ধব, ওর বেড়ে ওঠা সবই তও ওখানে! বছরে একবার ছুটি কাটাতে এলে কি এই দেশ ওর নিজের হয়ে যায়?

কিছু বছর বাদে যদি দাদা দেশে ফিরে আসেন, মিনি কি তখন নিজেকে ভারতীয় বলে মেনে নিতে পারবে? তখন জোর করে ওর ওপর ভারতীয় নাগরিকত্ব চাপিয়ে দেওয়া কি উচিত হবে? নাগরিকত্ব কি তাহলে পুরোটা খাতা কলমে? ভৌগোলিক চৌহদ্দির মধ্যে অবস্থানে? হৃদয়, মন, চিন্তা-ভবনা, ভালোলাগা ভালবাসা, নাগরিকত্বের কি এর সাথে কোনও সম্পর্ক নেই?

আমি নিরুত্তর রইলাম। এবং আমার সাথে আর পাঁচজনও। আজ বোধহয় কেউ হাসছিল না, সবাই নিজের মতো করে নিজের নিজের উত্তর খুঁজছিল।